كتاب الزكاة

কিতাবুয যাকাত

الزكاة এর শাব্দিক অর্থ: বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্রতা অর্জন করা। অর্থাৎ অতিরিক্ত হওয়া ও পবিত্রতা লাভ করা।

শারঈ অর্থে - যাকাত হল: নির্দিষ্ট সম্পদের ক্ষেত্রে যা নিশ্চিতভাবে আদায় করা ওয়াজিব। যেমন গবাদী পশু, ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসল, স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, ব্যবসায়ী সম্পদ যা নির্দিষ্ট খাতে প্রদান করা, তা হলো সূরা আত তাওবায় উল্লেখিত আট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যা নির্দিষ্ট সময়ে অর্থাৎ একবছর পূর্ণ হলে প্রদান করতে হয়।

শাব্দিক অর্থের ভিত্তিতে শারঈভাবে যাকাত নামকরণ করা হয়। কেননা যাকাত শব্দে তার শাব্দিক অর্থ বিদ্যমান। আর তা হলো সম্পদ বৃদ্ধি পাওয়া এবং সম্পদকে ও সম্পদশালীকে পবিত্র করা। যাকাত দীনের অন্যতম একটি স্তম্ভ। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা‘ এবং ছহীহ কিয়াস দ্বারা যাকাত ফরয প্রমাণিত।

যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কতিপয় শর্ত:

প্রথম শর্ত: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ইসলাম গ্রহণ করা। সুতরাং কোন কাফিরের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। যদিও সে কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং যাকাতকে বর্জন করার কারণে তাকে শাস্তি দেয়া হয়।

দ্বিতীয় শর্ত হল: নিছাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। এর পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা ইনশাআল্লাহ অচিরেই আসবে।

তৃতীয় শর্ত: ভূমি থেকে উৎপাদিত ফসল কাটার সময়ই যাকাত দিতে হবে। এছাড়া অন্যান্য সম্পদের ক্ষেত্রে এক বছর পূর্ণ হওয়া। যেমন-

আর যারা যাকাত দিতে কুন্ঠাবোধ করে আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে কুরআনের অনেক আয়াতে সতর্ক ও সাবধান করেছেন এবং এ কৃপণতা করার জন্য কঠিন শাস্তির ধমক দিয়েছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

{ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، يطوقون ما بخلوا به يوم القيامة}

আর আল্লাহ যাদেরকে তার অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তা নিয়ে যারা কৃপণতা করে তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে।সূরা আলে ইমরান ৩:১৮০

আর ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، يطوقه يوم القيامة ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك "

আল্লাহ তা'আলা যাকে সম্পদ দান করেছেন, অতঃপর সে ঐ সম্পদের যাকাত প্রদান করেনি। সে সম্পদকে কিয়ামতের দিন টাক বিশিষ্ট বিষধর সাপে পরিণত করা হবে এবং কিয়ামতের দিন তা তার গলায় বেড়ী আকারে পরিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সে সাপ বলবে, আমি তোমার মাল, আমি তোমার গচ্ছিত সম্পদ।

عَنْ عَبْدِ الله بن عباس رَضيَ الله عَنْهما قالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم لمُعَاذِ بن جَبَل حِينَ بَعَثَهُ إلى اليمَنِ:" إنك ستأتي قوْما أهل الكتاب، فَإذَا جئتهم فادعُهم إلى أنْ يشهدوا أنْ لاَ إله إلا الله وَأن محمدا رسولُ الله ".فَإن هُم أطَاعُوا لَكَ بذلِكَ فأخْبِرْهُم أن الله قد فَرَض عَلَيهم خمس صَلَوَاتٍ في كل يَوم وليلة.فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بذلك، فَأخبِرهُمْ أن الله قَدْ فَرَضَ عَليهم صَدَقَةً تُؤخَذُ مِنْ أغنيَائهمْ فترَدُّ عَلَى فُقَرَائِهمْ.فَإنْ هُمْ أطَاعُوا لَكَ بِذَلكَ، فَإيَّاكَ وكرَائمَ أمْوَالِهم.وَاتقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَإنهُ لَيْسَ بينهَا وَبينَ الله حِجَابٌ".

১৭৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আয বিন জাবাল রা: কে যখন ইয়ামানে প্রেরণ করেন তখন তাকে বললেন, হে মু'আয! তুমি আহলে কিতাবদের তথা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের নিকট যাচ্ছে। প্রথমত: তুমি তাদেরকে এ লক্ষে দীনের প্রতি আহবান করবে যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। আর মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। যদি তারা এটা মেনে নেয়, তাহলে তাদের সামনে এই ঘোষণা দিবে যে, নিশ্চয় আল্লাহ তাদের উপর দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত ফরয করেছেন। তারা এটা মেনে নিলে তাদেরকে জানাবে, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর যাকাত ফরয করেছেন। তাদের ধনীদের কাছে থেকে তা গ্রহণ করেম তাদের গরীদের মাঝে বণ্টন করা হবে। যদি তারা এ হুকুমের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে তাহলে তুমি (তাদের) ভাল ভাল সম্পদ (যাকাত হিসাবে) গ্রহণ করা হতে বিরত থাকবে, মাযলুমের ফরিয়াদ হতে বাঁচার চেষ্টা করবে। কেননা মাযলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তা'আলার মধ্যে কোন আড়াল থাকে না।

হাদীছটির সারমর্মঃ

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুয়ায বিন জাবাল রাঃ কে ইয়ামানে আল্লাহর পথের দাঈ, শিক্ষক এবং বিচারক হিসাবে প্রেরণ করেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে দাওয়াতের গুণাবলি এবং কতিপয় কল্যাণময় ও সঠিক হিকমতপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি তাকে বলেন, তারা আহলে কিতাব তথা ইয়হুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়। তাদের নিকট ইলম এবং বিভিন্ন রকমের দলীল রয়েছে, তারা তা দ্বারা বিতর্ক করবে, তাদের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য। তিনি তাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আগে আহবান করতে বলেন। সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল দুই তাশাহুদের (তথা আল্লাহ কে একক মা'বূদ হিসেবে এবং রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে আল্লাহর বান্দা হিসে সাক্ষ প্রদান করা)স্বীকৃতি প্রদান করা। কারণ এ দু'টি হল এমন ভিত্তি যে দু'টি ছাড়া কোন ভিত্তি স্থাপন হয় না। অতএব, কোন ইবাদতই বিশুদ্ধ হবে না যদি এ দুটির প্রতি আন্তরিকভাবে স্বীকৃতি না দেয়া হয়।

তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে, যদি তারা এ দুই সাক্ষের প্রতি আনুগত্য করে, তাহলে তিনি যেন তাদেরকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তছ্বলাত আদায়ের দিকে আহবান করে। অতঃপর তারা ছ্বলাতের আনুগত্য করলে তাদেরকে যাকাত আদায় করা ফরয এ নির্দেশ প্রদান করবেন, যে যাকাত ছালাতের সাথে সম্পৃক্ত। এটি শারীরিক ইবাদতের পরেই আর্থিক ইবাদত। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুসলিমদের মাঝে সহানুভুতি প্রদর্শন করা। এটা ধণীদের থেকে গ্রহণ করা হয় এবং দরিদ্র লোকদের মাঝে বণ্টন করা হয়। তারা যাকাতের বিধান মেনে নিলে, মুয়ায রা. তাদেরকে ন্যায় ও ইনছাফ সম্পর্কিত বিষয় সম্পর্কে দিক নির্দেশনা প্রদান করবেন। আর তা হল যাকাতের সম্পদের মধ্য হতে উত্তম ও ভাল ভাল সম্পদকে যেন বাচাই করে না নেয়াহয়। বরং মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহণ করতে হবে। কারণ এর ভিত্তি হলপরস্পরের সহানুভুতি প্রকাশ করার প্রতি।

আর যেহেতু যাকাত আদায়কারীর ক্ষমতা রয়েছে, সেহেতু সে তার অধিনস্তদের প্রতি যাতে বাড়াবাড়ি ও যুলুম না করে সে জন্য তাকে সতর্ক করেছেন। কারণ এতে তার প্রতি মাযলুম ব্যক্তিরা বদদু'আ না করে। যাদের বদ দু'আ আকাশের দরজা পযন্ত পৌঁছিয়ে যায়। এরপর তা মহান বিচারক এবং ইনছাফকারী আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তখন মহান আল্লাহ সে ব্যক্তির প্রতি ইনছাফ করবেন, যে তাঁর নিকটনিজের হক আবেদন করবে।তিনি তো অসহায় ব্যক্তিদের দু'আ কবূলকারী।

হাদীছটির শিক্ষণীয় বিধানাবলী:

১. হাদীছের বাণী: তুমি এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়। এ বাক্যটি তাদেরকে আহবান করার ক্ষেত্রে তার কৌশল সমন্বয় করার জন্য ভুমিকা ও সূচনা স্বরূপ। কারণ আহলে কিতাবদের নিকট ইলম রয়েছে। তারা কথোপকথন করে না যেমনটি জাহেল ও মুশরিকদের সাথে কথোপকথন করা হয়।

২. ইলম ও দলীল সমূহের দ্বারা প্রস্তুতি গ্রহণ করা। ইসলাম ধর্মের শত্রুদের বিপক্ষে বিতর্ক করার জন্য এবং তাদের বাতিল সন্দেহসমূহকে প্রত্যাখ্যান করার জন্য।

৩. আল্লাহ তা'আলার দিকে আহবান করার জন্য সুন্দরভাবে শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষা গ্রহণ করা, যাতে দা'ওয়াতটি হিকমতপূর্ণ হয়।

৪. সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দ্বারা আল্লাহর প্রতি আহবান করা।

৫. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল তাওহীদ। কারণ, এটা এমন মূল ভিত্তি যা ছাড়া কোন ইবাদাত বিশুদ্ধ হবে না। আর তাওহীদ এবং ঈমানের দিকে সর্বপ্রথম এবং সর্বাগ্রে আহবান করা হল এর প্রধান উদ্দেশ্য।

৬. ইসলামের দ্বিতীয় স্তর হল পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা, কারণ তা হল দীনের খুঁটি।

৭. ইলামের তৃতীয় স্তম্ভ হল যাকাত। আর রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের তিনটি রোকনের কথা বর্ণনা করেছেন। অথচ তিনি মু'আয রা: কে ছালাত ও ছিয়াম ফরয হওয়ার পর প্রেরণ করেছিলেন। এখানে একটি প্রশ্ন রয়ে গেছে যার উত্তর আলিমগণ মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা দিয়েছেন। {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم} আর যদি তারা তাওবাহ করে, ছালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত আদায় করে, তাহলে তোমরা তাদের পথ ছেড়ে দাও। এটি সূরা আত তাওবায় উল্লেখ রয়েছে, যা নিশ্চিতভাবে ছিয়াম ও হজ্জ ফরয হওয়ার পরে নাযিল হয়েছে যেন হাদীছটি কুরআনের এই আকর্ষণকে অনুসরণ করেছে। আর এটা আলিমদের ইজমা হয়েছে যে, ইসলামের রোকন মোট পাঁচটি। যার প্রত্যেকটি পূর্ণ করা আবশ্যক।

৮. একটি দা'ওয়াত থেকে অন্যটি ততক্ষণ প্রত্যাবর্তন করা যাবে না যতক্ষণ ঐ একটির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ না করা হবে।

৯. যাকাত হচ্ছে সমবেদনা ও সাত্বনা স্বরূপ। কারণ তা ধনীদের নিকট থেকে গ্রহণ করা হয় এবং গরীবদের মাঝে বণ্টন করা হয়।

১০. যাকাত আদায়কারীর জন্য উত্তম এবং ভাল ভাল মাল গ্রহণ করা বৈধ নয়। বরং মধ্যম মানের সম্পদ গ্রহণ করতে হবে। তবে সম্পদের মালিক যদি কোন রকমের জবরদস্তি ছাড়া স্বেচ্ছায় নিজের থেকে প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ।

১১. যাকাত আদায়কারী মানুষের প্রতি যুলুম করা হতে ভয় করবে ও বেঁচে থাকবে। কারণ তাদের প্রতি যুলুম করা যাকাত আদায়কারীদের প্রতি বদ দু'আর কারণ হবে। যা আল্লাহ তা'আলা কবূল না করে প্রত্যাখ্যান করবেন না। কারণ সে ন্যায় ইনছাফকারীকে আহবান করেছে আর আল্লাহ তা'আলা হলেন ন্যায় ইনছাফকারীর মধ্যে সর্বাধিক ইনছাফকারী এবং বিচারকের মধ্য হতে বড় বিচারক। হাদীছটিতে যুলুম একটি বিরাট পাপ হওয়ার ব্যাপারে দলীল রয়েছে।

১২. যাকাত আদায় করার জন্য ইমাম কতৃক যাকাত আদায়কারী নিযুক্ত ও প্রেরণ করার বিধান। আর যাকাত আদায়কারী কে কিংবা ইমামকে যাকাত দিলেই যাকাত দেয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হবে।

১৩. পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের উপর সংক্ষেপ করা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বিতর ছালাত ওয়াজিব নয়।

১৪. যাকাত প্রদানের আটটি খাতের মধ্য যে কোন একটি খাতে যাকাত ব্যয় করা জায়েয।

১৫. হাদীছের বাণী:" على فقرائهم " (এবং তা ধনীদের মাঝে বন্টন করা হবে) এর দ্বারা প্রমণিত হয় যে, যাকাত এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় /এক দেশে হতে অন্য দেশে স্থানান্তর করা বৈধ নয়।তবে, সঠিক হল স্থানান্তর করা বৈধ। বিশেষ করে কল্যাণকর স্বার্থে দেয়া জায়েয। যেমন সম্পদবিহীন দেশে বা এলাকায় নিকট আত্নীয় কোন দরিদ্র থাকলে তাকে দেয়া কিংবা জিহাদের জন্য অথবা কোন বিদ্যা অর্জনের জন্য সাহায্য করা যাবে। আর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাকাত আদায়ের জন্য বিভিন্ন স্থানে আদায় কারীর কে প্রেরণ করতেন। তারা তা আদায় করার পর মদীনায় নিয়ে আসতেন। মানুষদের মাঝে বন্টন করা জন্য। এটি ইমাম আহমাদর একটি অন্যতম অভিমত। আর তার মাযহাবের প্রসিদ্ধ অভিমত প্রথম অভিমতটি।

১৬. যাকাতের সম্পদকে স্থানান্তর করা যাবে না মর্মে বক্তব্যকে যে বিষয়টি আরো দুর্বল করে তা হল, শারঈ নীতিমালা অনুযায়ী সম্বোন্ধিত সকল ব্যক্তিদের মধ্য হতে শুধু নির্দিষ্ট ব্যক্তি কে গণ্য করা হবে না। তাদেরকে ছালাত আদায়ের জন্য সম্বোধন করা হয়েছে এহুকুম শুধু তাদের নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট নয়।

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدري رضيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قالَ رسُولُ اللهِ:"ليسَ فِيمَا دُونَ خَمْس أوَاقٍ صَدَقَة، وَلاَ فَيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَة، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمسَةِ أوْسُقٍ صَدَقَةٌ".

১৭৭. আবূ সাঈদ আল খুদরী রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, পাঁচ ওয়াসাকের কম খেজুর থাকলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হয় না। পাঁচ উকিয়ার কম রুপায় যাকাত বাধ্যতা মূলক নয়। কিংবা পাঁচটির কম উট থাকলেও যাকাত ওয়াজিব হয়না। বুখারী ও মুসলিম।

হাদীছটির বিশেষ শব্দসমূহের শাব্দিক বিশ্লেষণ:

أواقএর একবচন হলো أوقية। আর এক উকিয়া সমান চল্লিশ দিরহাম সমপরিমাণ।আর নিছাবের নিয়ম কানুন ইনশাআল্লাহ অচিরেই আসবে।

আর ذَوْد এর কোন একবচন শব্দ নেই। এটাকে তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাকে বুঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।

أوسق ইহা الوسقএর বহুবচন। এর শাব্দিক অর্থ হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া।এর দ্বারা ইমাম নবাবীর ছা'এর অনুসারে ষাট ছা' । আর নিছাবের নির্দিষ্ট পরিমাণ বর্তমান আমাদের মাপ অনুযায়ী এর বর্ণনার আলোচনা আসবে।

دونএর অর্থ: কম। ছহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এর পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে। কোন ফসলে বা শস্য দানায় এবং খেজুরে পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ না হওয়া পর্যন্ত তাতে যাকাত আবশ্যক হবে না।

হাদীছটির সারমর্ম:

যাকাত দ্বারা ধনী এবং দরিদ্রদের মাঝে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়। এ জন্য যাদের সম্পদ কম এবং সাধারণত ধনী হিসাবে গণ্য করা হয়না তাদের থেকে তা আদায় করা হবে না। অতএব, শরীয়াত প্রনেতা সর্ব নিম্লো সীমা নির্ধারণ করেছেন যাদের প্রতি যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যারা এই সীমার চেয়ে নিম্ন সম্পদের অধিকারী হবে তাদের থেকে যাকাত আদায় করা হবে না। কারণ সে দরিদ্র হিসাবে গণ্য হবে। সুতরাং রৌপ্য ওয়ালার প্রতি ততক্ষণ যাকাত ওয়াজিব হবে না, যতক্ষণ তার পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণে উপনীত না হবে। আর এক উকিয়া সমান চল্লিশ দিরহাম। সুতরাং রুপার নিছাব হল দুইশত দিরহাম।

আর উটের মালিকের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না যতক্ষণ না তার পাঁচটি উট হবে।আর পাঁচটির কমে যাকাত আবশ্যক হবে না। আর শষ্যদানা বা ফসল এবং ফলফলাদীর অধিকারী ব্যক্তির প্রতি যাকাত ওয়াজিব হবে না যতক্ষণ না তার সে সম্পদ পাঁচ ওয়াসাক পরিমানে না পৌঁছিবে। আর এক ওয়াসাক পরিমাণ ষাট ছা' । সুতরাং জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত এর নিছাব পরিমাণ হল তিনশত ছা' ।

হাদীছটির শিক্ষা

১. উল্লেখিত নিছাব পরিমাণ যার সম্পদ থাকবে তার প্রতি যাকাত দেয়া ওয়াজিব। আর নিছাবের এই নির্দিষ্টতা দ্বারা ধনী ও গরীবের মাঝে সমবেদনা প্রকাশ করা হয়।

২. নিছাবের এই পরিমাণ হতে যার সম্পদ কম হবে তার প্রতি যাকাত ওয়াজিব হবেনা। আল্লামা ইবনুল মুনযির বর্ণনা করেছেন, জমি থেকে উৎপাদিত যে ফসল পাঁচ ওয়াসাকের কম হবে সে সম্পদের যাকাত দেয়া আবশ্যক নয়। আর ইমাম মালিকের এর মতে, সামান্য কম হলে আর যাকাত দিতে হবে না।

৩. রুপা যখন দুইশত দিরহাম পরিমাণ হবে তখন তাতে চল্লিশভাগের একভাগ যাকাত দিতে হবে।

আর যখন উট পাঁচটি হবে তাতে একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে। দশটি উট হলে দুইটি ছাগল, আর পনেরটি হলে তিনটি ছাগল এবং বিশটি হলে চারটি ছাগল দিতে হবে। যখন পঁচিশটি উট হবে তখন তাতে এক বছরের একটি মাদি উট (বিনতু মাখায) দিতে হবে। আর এ মধ্যে যে উট ওয়াকছ তথা ষাঁড় হবে তাতে কোন যাকাত দিতে হবে না। উটের ক্ষেত্রে উটের বয়সটি ধর্তব্য। যেমন আনাস রা: এর হাদীছে এর বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

আর জমি থেকে উৎপাদিত ফসল কিংবা ফল ফলাদি পাঁচ ওয়াসাক পরিমাণ হলে, তা হল ইমাম নববীর মতে, তিনশত ছা' । তা যদি সেঁচা পানির মাধ্যমে খরচ করে আবাদ করা হয়, তাতে দশভাগের অর্ধেক (বিশ ভাগের একভাগ) দিতে হবে। আর যদি বিনা খরচেই সেঁচা পানি দ্বারা আবাদ করা হয় যেমন নদীর পানি ও প্রবাহমান ঝরণার পানি, অনুরূপ নিম্নভূমি যার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, তাহলে তাতে এক দশমাংশ যাকাত দিতে হবে। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছে এসেছে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে স্থান আকাশের পানিতে সিক্ত হয় তাতে উশর তথা দশভাগের একভাগ দিতে হবে। আর সব ফসল সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত হয় তাতে নিছফে উশর তথা বিশভাগের একভাগ আদায় করতে হবে। হাদীছটি ছহীহ মুসলিমে জাবির রা: হতে বর্ণিত হয়েছে।

৪. হাদীছটিতে স্বর্ণের কথা উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তাদের অধিকাংশ আমল ছিল রুপার প্রতি। আবূ দাউদ রহঃ আলী রাঃ হতে মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন, তোমার উপর স্বর্ণের যাকাত দেয়া আবশ্যক হবে না, যতক্ষণ না তোমার বিশ দিনার পরিমাণ না হবে ।

ইবনু হাজার আল আসকালানী বলেন, হাদীছটি হাসান। ইবনু আব্দিল বার বলেন, সোনার নিছাব বিশ মিছকাল পরিমাণ এ ব্যাপারে আলিমগণের ইজমা' হয়েছে।

৫. যে সমস্ত ফসল এবং ফল ফলাদি পরিমাপ ও ওজন করা যায় সে সব সম্পদের যাকাত দেয়া ওয়াজিব। ইহা ইমাম মালিক, শাফিঈ, ও আহমদ রহঃএর অভিমত।

অপর দিকে ইমাম আবূ হানীফা রহঃ এর মতে, জমি হতে উৎপাদিত সকল কিছু এমনকি শাক-সবজির ক্ষেত্রেও যাকাত দিতে হবে। আর প্রথমঅভিমতটিই অগ্রগন্য। কারণ যা পরিমাণ ও ওজন করা যায় তার মধ্যে উপকারের পূর্ণাঙ্গ যোগ্যতা এসে যায়। আর দারাকুত্বনী মারফূ' সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, শাক সবজিতে কোন প্রকার যাকাত নেই।তবে হাদীছটি মারফূ' হলেও যঈফ।তবে এটি দ্বারা উক্ত বিষয়টি শক্তিশালী হয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাতের পরিমাণের বর্ণনা

আমাদের বর্তমান সময়ে স্বর্ণের নিছাব এর পরিমাণ ইসলামী বিশ মিছক্বাল। আর মিছক্বাল ও একতৃতীয়াংশ মিছক্বাল ইংরেজী পাউণ্ড এবং সৌদি পাউণ্ড এর ওজন অনুসারে হবে। সুতরাং উভয় দেশে স্বর্ণের নিছাব পরিমাণ হল সৌদি বারো পাউণ্ড অথবা ইংরেজি বারো পাউণ্ড সমপরিমাণ (৮৫ গ্রাম স্বর্ণ)। কারণ উভয় দেশের ওজন এক।

আর রুপার নিছাবের পরিমাণ হল দুইশত দিরহাম (৫৯৫ গ্রাম রূপা)। আর ফ্রান্স এর রিয়াল অনুপাতে বাইশ রিয়াল। আর সৌদি রিয়াল অনুপাতে পঞ্চান্ন রিয়াল সমপরিমান।

ফসল ও ফল ফলাদির যাকাতের পরিমাণ

আমাদের বর্তমান সময়ের পরিমাপ অনুযায়ী ফসল ও ফল ফলাদির যাকাতের পরিমাণ হলঃ পাঁচ ওয়াসাক সমপরিমাণ। আর এক ওয়াসাক সমপরিমান নববী ষাট ছা' । সুতরাং ইমাম নববীর ছা' এর অনুসারে এক নিছাব পরিমাণ হল তিনশত ছা' । আর হিজাযী ছা' এর চেয়ে নববী ছা'এর পমিাণ কম। আর নজদী ছা' এর পরিমাণ ছাপ্পান্ন। সুতরাং নজদ এর ছা' এবং হিজাযী রিয়াল অনুসারে ফসল ও ফল ফলাদির যাকাতের পরিমাণ হল দুইশত আটাশ ছা'এবং এর সমপরিমাণ মাপ। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

عَنْ أبِي هريرة رضيَ الله عنهُ أن رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس عَلَى المسلم فِي عبدِهِ وَلاَ فَرَسِهِ صَدَقَة". وفِي لفظ إلا زكاة الفطر فِي الرقيق".

১৭৮. আবূ হুরায়রাহ রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলিমের ওপর তার দাস এবং ঘোড়ার যাকাত নেই। অন্য একটি শব্দে রয়েছে, তবে দাস দাসীর ব্যাপারে যাকাতুল ফিতর আবশ্যক।

হাদীছটির সারমর্ম:

ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, যাকাতের ভিত্তি হল পরস্পরের মাঝে সমবেদনা এবং ন্যায় ইনছাফ কায়েম করা। এই জন্য মহান আল্লাহ ধনীদের বৃদ্ধি পাওয়া সম্পদের ক্ষেত্রে এই যাকাত ফরয করেছেন। যেমন জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের যাকাত এবং ব্যবসায়ী সম্পদের যাকাত। পক্ষান্তরে যে সমস্ত সম্পদ বৃদ্ধি পায়না বরং তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে একই রকম থাকে সে সব সম্পদের মালিকদের প্রতি যাকাত দেয়া আবশ্যক নয়। যেমন চলাচল করার বাহন ঘোড়া, উট, গাড়ী ইত্যাদি বাহনের কোন যাকাত নেই। অনুরূপভাবে যে সব দাসকে কাজের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে এবং ব্যবহারের জন্য তার বিছানাপত্র এবং বাসনপত্রের যাকাত কোন নেই। কিন্তু এর মধ্যে দাস দসীর পক্ষ হতে যাকাতুল ফিতর আদায় করা আবশ্যক। যদিও তাকে ব্যসায়ীর জন্য প্রস্তুত না করা হয়। কেননা তা শরীরের সাথে সম্পৃক্ত সম্পদের সাথে নয়।

হাদীছটির শিক্ষা:

১. যে সব দাসদাসী খেদমতের জন্য এবং যে ঘোড়াকে বাহন হিসাবে প্রস্তুত করা হয়েছে সে দাস-দাসী এবং ঘোড়ার কোন যাকাত নেই।

আল্লামা ইবনুল কায়্যিম তাহযীবুস-সুনান কিতাবে বলেছেন।যখন দাস ও ঘোড়াকে খেদমত ও বাহন হিসাবে প্রস্তুত রাখা হবে, সে সব দাস এবং ঘোড়ার যাকাত রহিত হয়েছে। কিন্তু যে সব দাসদাসী এবং ঘোড়াকে ব্যবসার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে সে সবের ক্ষেত্রে মূল্য হিসেবে যাকাত দেয়া আবশ্যক।

২. সাধারণত সকল দাসের পক্ষ থেকে যাকাতুল ফিতর আদায় করা আবশ্যক। চাই তা ব্যবসার জন্য হোক কিংবা খেদমতের জন্য হোক। কেননা তা মৌলিকতার সাথে সম্পর্কিত ব্যবসায়ী সম্পদের মত মুল্যের সাথে সম্পর্কিত নয়।

৩. যে সব কিছুকে ব্যবহারের জন্য এবং উপার্জনের জন্য তৈরী করা হবে সে সব কিছুর ক্ষেত্রে যাকাত দেয়া আবশ্যক নয়। কেননা সে সব কিছুসমতার উপর নির্ভরশীল।আর যখন সম্পদ বৃদ্ধি হবে না তখন যাকাতের সম্পদ তাকে খেয়ে ফেলবে। এতে তার মালিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৪. ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে,একমাত্র বর্ধিত সম্পদেই কেবল যাকাত দেয়া আবশ্যক। যারা ব্যবহারের জন্য তৈরী করা অলংকারের যাকাত দেয়া আবশ্যক মনে করে না, এটি একটি উত্তম উৎস। কিন্তু স্বর্ণ এবং রুপার ব্যাপারে এমন কতিপয় দলীল বর্ণিত হয়েছে, যা সাধারণত অলংকারের যাকাত দেয়া ওয়াজিব হওয়া অভিমতকে শক্তিশালী করে।সুতরাং অলংকারের যাকাত বের করে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।

৫. ধনী এবং দরিদ্রের অধিকারের মাঝে শারঈ এই সকল তুলনামূলক উদাহরণে এই ইসলামী শরীয়াতের মহান শিক্ষা রয়েছে এবং ইসলামী বিধান সমূহের প্রতি ন্যায় ইনছাফ করা হয়েছে এবং সাধারণ কল্যাণের দিক থেকে সকল মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ করা হয়েছে। অতএব, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য মহান আল্লাহর চেয়ে বিচারের দিক থেকে আর কে অতি সুন্দর হতে পারে?

عَنْ أبِي هريرة رضي الله عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ الله قَال:"العَجمَاءُ جُبَار، وَالبِئْرُ جُبار، والمَعْدِنُ جُبَار، وفي الركَازِ الخمس".الجبار: الهدر الذي لاشيء فيه. والعجماء: الدابة البهيم.

১৭৯. আবূ হুরায়রাহ রাঃ হতে বর্ণিত। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোন জানোয়ার (যেমন ঘোড়া,গরু, মহিষ ইত্যাদি) কাউকে আহত করলে তা মাফ। কূপ খনন করতে কেউ মারা গেলে তাতে মালিকের উপর ক্ষতিপূরণ মাফ। তেমনি খনি খনন করতে কেউ মারা গেলেও মালিকের দোষ মাফ। আর রিকাযে এক পঞ্চমাংশ অংশ দেয়া মাফ। আর রিকাযে এক পঞ্চমাংশ দেয়া ওয়াজিব। বুখারী ও মুসলিম।

الجبار : হল এমন অকেজো জিনিস যার দ্বারা কোন উপকার লাভ হয়না।

আরالعجماء এর অর্থ চতুষ্পদ জীব জন্তু।

হাদীছটির বিশেষ বিশেষ শব্দের বিশ্লেষণ:

العَجماء : এই শব্দের আইন অক্ষরে যবর যুক্ত। এবং জীম অক্ষরে সাকিন হবে। এর অর্থ চতুষ্পদ জীব জন্তু।একে عَجماء নামকরণ করার কারণ হল এসব প্রাণী কথা বলতে পারে না।

المعدن : বলে এমন স্থানকে যেখান থেকে মণি-মুক্তা এবং এ জাতীয় জিনিস বের হয়।

এর জীম অক্ষরে পেশ। এর অর্থ: নিস্ফল, ব্যার্থ,মাফ করা,যার কোন জরিমানা নাই।

রিকায এর র-অক্ষরে যের,কাফ অক্ষর তাশদীদ বিহীন, এরপর শেষে যা অক্ষর।এর অর্থ পুঁতে রাখা সম্পদ। মাটিতে প্রোথিত সম্পদ। জাহিলীয়ার সময়ে তথা প্রাচীন সময়ের প্রোথিত সম্পদ।

হাদীছটির সারমর্মঃ

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সব জিনিসের কথা উল্লেখ করেছেন যেগুলোর মাঝে মানুষের শক্তির বাহিরে কিংবা তার অবহেলার কারণে ধ্বংস নেমে আসেনি, সে সব জিনিস নষ্ট হওয়ার কারণে তার কোন জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

অনুরূপভাবে চতুষ্পদ জীবজন্তু যাকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে কোন গাফলাতি করা হয়নি এবং যে প্রাণীর মধ্যে তার কোন ক্ষমতা নেই।এমন কোন প্রাণী কোন ফসল বিনষ্ট করলে, কিংবা কাউকে কামড় মেরে বা হাত দ্বারা প্রহার করে অথবা পা দ্বারা গোঁতা মেরে ক্ষতি করলে তাতে কোন ক্ষতি পূরণ দিতে হবে না।

অনুরূপ কোন মানুষকে কোন রকম বাধ্য না করেই বা উত্তেজিত না করেই কোন কূপে অবতরণ করার নির্দেশ করা হলে অথবা সে কূপে কাজ করার জন্য অবতরণ করতে বলা হলে এরপর সেখানে কোন দুর্ঘটনা নেমে আসলে তাকে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কারণ এটা তার বাড়াবাড়ি কিংবা শিথিলতার কারণে এমনটি হয়নি। পক্ষান্তরে এ কাজ করতে যদি তাকে বাধ্য করা হয় কিংবা সে যদি জানে যে এই সকল জিনিসের মাঝে ক্ষতি রয়েছে অতঃপর তার অজান্তেই সে তাকে ধোকা দিয়েছে তাহলে তাকে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এরকম কোন গুপ্ত সম্পদ পাবে তাকে উক্ত সম্পদের পঞ্চমাংশ যাকাত বের করতে হবে কারণ সে তা বিনা কষ্টে ও ক্লেশে অর্জন করেছে।অতঃপর আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায়ের জন্য এবং মুসলিম ভাইদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য, সে সম্পদ থেকে পঞ্চমাংশ যাকাত বের করা তার জন্য ওয়াজিব। কারণ তা সে ফাই মালের মত যা কাফিরদের থেকে বিনা কষ্টে অর্জন করা হয়। এই জন্য ইসলামী শরীয়াত সে সম্পদের বিধানের ব্যাপারে ন্যায় ও ইনছাফ করার প্রতি লক্ষ করেছে। এরপর যে সব সম্পদের ক্ষেত্রে কষ্ট ও ক্লেশ হয় এবং খরচ খরচা হয় সে সব সম্পদের ব্যাপারে যাকাতের পরিমাণ এর বিবরণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হয়েছে এবং সে কষ্ট অনুপাতেই সে সবের যাকাতের কমবেশি হয়।

হাদীছটির শিক্ষাঃ

১. যে সব গবাদী পশুর ক্ষেত্রে মালিকের কোন ক্ষমতা থাকেনা কিংবা রাত্রি বেলায় তাকে ছেড়ে না দেয় সে সব পশু কোন ক্ষতি করলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।অতঃপর এর

মালিক যদি যা নষ্ট হয়েছে এর জন্য কোন উপায় গ্রহণ করে থাকে কিংবা সেই পশুকে রাতের বেলায় ছেড়ে দেয় এরপর জনগণের ক্ষেত খামারের ফসল নষ্ট করে ফেলে তাহলে উক্ত পশুর মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

আলিমগণ অবশ্য এই হাদীছকে অন্যান্য দলীল দ্বারা ব্যবহার করাকে শর্তারোপ করেছেন। উপায়গ্রহণ কারীর জরিমানার কারণে। এটি জমহুর বিদ্বানগণের অভিমত। আর ইবনু দাক্বীকুল ঈদ বলেছেন,ক্ষতিপূরণ নিষ্প্রয়োজন হওয়া ব্যাপকতার কারণে আলিমগণের মতভেদ। পরিশেষে তাদের মতভেদ এতদূর পর্যন্ত উপনীত হয়েছে যে, চতুষ্পদ জীব জন্তুর অপরাধের ক্ষতিপূরণ মাফ। যখন তা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে মালিকের পক্ষ থেকে চেষ্টার কোন কমতি থাকবেনা, কিংবা উক্ত প্রাণী যার অধিনে থাকবে। তিনি আরো বলেছেন যে, হাদীছটি এ অর্থের পর্যায়ে হবে।

২. কূপ কিংবা খনিতে পতিত হয়ে যা নষ্ট বা ধ্বংস হবে তাতে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া লাগবে না। যখন সেখানে অবতরণ কারীকে বা কোন শ্রমিককে নামতে বাধ্য করা হবে না, কিংবা সেখানে ক্ষতি বা সমস্যা রয়েছে একথাও জানা না থাকে যার কারণে এমন কাউকে ধোকা না দিয়ে সেখানে অবতরণ করিয়ে দিল সে ব্যক্তিরও সে সম্পর্কে ধারণা নেই এক্ষেত্রে কোন ক্ষতি বা ধ্বংস হলে তাতে ক্ষতি পূরণ নাই।তবে জোরপূর্বক কোন ব্যক্তিকে যদি কোন কূপে নামিয়ে দেয়া হয়, কিংবা কোন গাছে বা এ জাতীয় কোন কিছুতে উঠিয়ে দেয়া হয় কিংবা তাকে বাধ্য করা না হয় কিন্তু সেখানে ক্ষতি রয়েছে সে সম্পর্কে যদি তার জানা নাথাকে সে ক্ষেত্রে কোন ক্ষতি হলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কারণ উক্ত ক্ষতি তার বাধ্য বা জবরদস্তি এবং উত্তেজনা প্রদানের কারণেই হয়েছে।

৩. যে সব গুপ্ত সম্পদ পাওয়া যাবে তাতে পঞ্চমাংশ যাকাত বের করা ওয়াজিব। চাই উক্ত পাওয়া জিনিস কম হোক বা বেশি হোক।

৪.আলিমগণ এব্যাপারে কিছু নির্দিষ্ট করেছেন, তা হলো যে সব জিনিসের ক্ষেত্রে কাফিরদের আলামত বা চি¡ রয়েছে হয়ত সে জিনিস জাহিলিয়াতের সময়ের প্রোথিত সম্পদ। তাহলে সে সব কিছু পাওয়া গেলে তার মধ্য হতে পঞ্চমাংশ যাকাত বের করতে হবে।

আর আল্লামা ছান‘আনী রহিঃ দ্বিতীয় আরো একটি শর্ত যুক্ত করেছেন, তা হলো উক্ত জিনিস যদি মরা ভূমি তথা পতিত যমীনে পাওয়া যায় কিংবা এমন যমীন যার মালিকানা রয়েছে তবে তাকে যে পেয়েছে সে তাকে জিন্দা রেখেছে তাহলে তা রিকায বা গুপ্ত ধন হিসাবে নির্দিষ্ট হবে,আর তার মধ্য থেকে এক পঞ্চমাংশ যাকাত বের করতে হবে। আর যদি মালিকানাভুক্ত কোন যমীনে পাওয়া যায় তাহলে তা রিকায বা গুপ্ত সম্পদ হিসাবে গণ্য হবে না বরং তা পড়ে পাওয়া সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে।

৫. যখন কোন গুপ্ত সম্পদ পাওয়া যাবে তখনই তার যাকাত বের করতে হবে। যেমনটি হাদীছের বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায়। কারণ তার মধ্যে বর্ধিত হওয়া বিষয় পরিপূর্ণ রূপে বিদ্যমান। আর যার মধ্যে বৃদ্ধি পাওয়া বিষয় পরিপূর্ণতা লাভ করেছে তার মধ্যে এক বছর অতিবাহিত হওয়া ধর্তব্য নয়। কারণ বর্ধিত হওয়ার জন্য বছর একটি নির্ধারিত সময়।

ইমাম নববী রহি.বলেন, রিকায তথা গুপ্ত সম্পদের ক্ষেত্রে বছর অতিক্রান্ত হওয়ার শর্ত না করার ব্যাপারে ইজমা‘ হয়েছে।

৬. হাদীছটির বাহ্যিক অর্থ থেকে জানা যায়, উক্ত গুপ্ত সম্পদ থেকেই যাকাত বের করতে হবে। এর সমপরিমান মূল্য বের করলে হবে না। চাই তা কোন স্বর্ণ হোক, রূপা হোক, তামা কিংবা লোহা বা এ জাতীয় অন্য কিছু হোক।

৭. এ সব বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে জানা যায় যে, গুপ্ত সম্পদের সাদৃশ্য যাকাতের সাথে সাদৃশ্য হওয়ার চাইতে ফাই মালের সাথে অধিক নিকটতম সাদৃশ্য। এ জন্য অনেক বিদ্বান বলেছেন, রিকায বা গুপ্ত সম্পদের ব্যায়ের খাত ফাই মালের ব্যয়ের খাত একই। তা সর্ব সাধারণের কল্যাণের স্বার্থে ব্যয় করতে হবে, যাকাতের ব্যয়ের খাত সমূহে নয়। যা শুধু আট খাতের সাথে নির্দিষ্ট।

রিকায তথা খনিজ সম্পদ এবং যাকাতের সাথে পার্থক্য হল নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি বিষয়ের সাথে:

১.নির্দিষ্ট নিছাব পরিমাণ বা এর অধিক না হওয়া পর্যন্ত যাকাত বের করা হয় না। আর গুপ্ত ধনের যাকাত এক পঞ্চমাংশ বের করা হয় চাই তা কম হোক কিংবা বেশি।

২. গুপ্ত সম্পদের হুবহু মৌলিক জিনিসের যাকাত বের করতে হয়। পক্ষান্তরে ব্যবসায়ী সম্পদের যাকাত বের করতে হয় তার মুদ্রা দ্বারা।

৩. রিকাযের বছর হয় যখন থেকেই তা পাওয়া যায় পক্ষান্তরে যাকাতের নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে তার আগে যাকাত দেয়া আবশ্যক নয়।

৪. রিকাযের ব্যয়ের খাত হল সাধারণ জনকল্যাণের স্বার্থে। আর যাকাত ব্যয়ের খাত হল নির্দিষ্ট আট খাতে ব্যয় করতে।

৫.রিকাযের মধ্যে এক পঞ্চমাংশ যাকাত দেয়া আবশ্যক। আর যাকাতের সর্বোচ্চপরিমাণ ওশর তথা দশ ভাগের একভাগ, আর সর্ব নিম্ন হল চল্লিশভাগের এক ভাগ।

عَنْ أبِي هُريرةَ رضي الله عَنْهُ قالَ: بَعَثَ رَسولُ الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ عَلى الصَدَقةِ فَقِيلَ منع ابنُ جَمِيل، وَخَالِدُ بن الوَلِيدِ، وَالعَبَّاسُ عمُّ النبي صلى الله عليه وسلم.فقال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: " مَا يَنْقِمُ ابنُ جَمِيل إلا أنْ كَانَ فَقِيراً فَأغنَاهُ الله تَعَالى.وَأمَّا خَالِد فَإنّكُم تَظْلِمُونَ خالداً، فَقَدِ احْتبسَ أدرَاعَهُ وأعْتَادَهُ في سَبِيلِ الله.وَأمَّا العَبَّاسُ فَهِيَ عَلى وَمِثْلُهَا ".ثم قال: " يَا عُمَرُ، أمَا عَلِمتَ أنَّ عَمَّ الرجل صِنْوُ أبيهِ ".

১৮০. আবূ হুরায়রাহ রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামউমার রা: কে যাকাত আদায় করার জন্য পাঠালেন। কেউ এসে খবর দিল যে, ইবনু জামীল, খালিদ ইবনু ওয়ালীদ এবং আব্বাস রা: যাকাত দিতে অস্বীকার করেছেন। (একথা শুনে) রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ইবনু জামীর এ জন্য যাকাত দিতে অস্বীকার করছে যে, (প্রথম দিকে) সে গরীব ছিল। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে সম্পদশালী করেছেন। আর খালিদ বিন ওয়ালীদ এর ব্যাপার হল, তোমরা তার ওপর যুলুম করেছ। সে তো যুদ্ধ সামগ্রী আল্লাহর উপর ওয়াকফ করেদিয়েছে (কাজেই তোমরা তার শুধু এ বছরই নয় বরং) এ রকম (আগামী বছরও)। এরপর থাকল আব্বাস রা: এর বিষয়। তা এ বছরের যাকাত এবং এর সমপরিমাণ আমার দায়িত্বে। অতঃপর তিনি বললেন, হে উমার তুমি কি জান না কোন ব্যক্তির চাচা তার পিতার মতই। (বুখারী ও মুসলিম)।

শাব্দিক বিশ্লেষণ

এ বাক্যে শব্দের ক্বাফ অক্ষরে যের যুক্ত করে পড়তে হবে। এর অর্থ: অস্বীকার করেনা। বালাগাত তথা অলংকার শাস্ত্রবিদগণের মতে, এ ধরণের শব্দ ব্যবহারে অর্থ হবে প্রশংসার সাধে সাদৃশ্য রাখে এমন জিনিসের তীব্র নিন্দা করা। আর এটি বাক্যের সূক্ষ্ণ অর্থের অন্তর্ভুক্ত।

أعتاده :এই শব্দের এক বচন হল "عتاد" আইন অক্ষরে যবর। আর الأعتاد "এর অর্থ যুদ্ধের অস্ত্র সামগ্রী।

" صنو أبيه ":এটা দ্বারা দুইভাই বা ততোধিক ভাইকে একই বাবার সাথে সাদৃশ্য দেয়া হয়। তারা তার বাবার শাখা। যেমন দুইবা ততোধিক খেজুরের গাছ এই মূল হতে আলাদা আলাদা হয়ে বের হয়। আর الصنو শব্দের ছ্বদ অক্ষরে যের যোগে। এর অর্থ হচ্ছে মত।

ابن جميل : আর এর জীম অক্ষরে যবর,এরপর মীম অক্ষরে যের। ইবনু জামীল এর প্রকৃত নাম কেউ কেউ হুসাইন বলেছেন আবার কেউ কেউ আব্দুল্লাহ বলেছেন।

হাদীছটির সংক্ষিপ্ত অর্থ:

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামউমর ইবনে খাত্তাব রা: কে একদা যাকাত আদায়ের জন্য প্রেরণ করলেন। যেমনটি অন্যান্য ব্যক্তিকে সচরাচর তিনি যাকাত আদায় করার জন্য প্রেরণ করতেন। অতঃপর উমর রা: আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রা:, খালিদ বিন ওয়ালীদ এবং ইবনু জামীল রা: এর নিকট থেকে যাকাত আদায় করার জন্য আসলেন। তখন তাঁরা যাকাত দিতে অস্বীকার করেন। এরপর উমর রা: নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এই তিনজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামবললেন,ইবনু জামীল এর যাকাত না দেয়ার কারণ হল সে ছিল একজন দরিদ্র ব্যক্তি। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে ধনী করে দিয়েছেন। অতঃপর সে আল্লাহর সেই নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করে অস্বীকার করেছে।

আর খালিদ এর ব্যাপারটি হল, সে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছে এ কথা বলে তোমরা তার প্রতি যুলুম করেছ। আরে সে তো তার যুদ্ধেও যাবতীয় অস্ত্র সামগ্রী আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে এবং প্রস্তুত করে রেখেছে। সুতরাং কিভাবে সে ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করতে পারে যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে যা ওয়াজিব নয় এমন সব কিছুকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে পারে। এরপর আল্লাহ ওয়াজিব করলে সে তা দিতে অস্বীকার করবে এটা তো অনেক দূরের কথা তথা অসম্ভব। কারণ সে তার যুদ্ধের অস্ত্র সামগ্রীকে ধর্মীয় অস্ত্রে পরিণত করেছে। যেগুলোকে জিহাদের জন্য ব্যবহার করা হবে।আর ধর্মীয় কাজের জন্য যে সব জিনিস ওয়াকফ করা হয়েছে সে সব জিনিসের মধ্যে যাকাত নেই। কারণ সে সব জিনিস ব্যবসায়ী সম্পদের মত ও অন্যান্য সম্পদের মত বৃদ্ধি হয় না।

আর আব্বাস রা: এর ব্যপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। সম্ভাবত তিনি তার স্থানে স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কারণে এ দায়িত্ব নিয়ে ছিলেন। রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ম্লোক্ত এই বাণী তার প্রমাণ বহন করে। ." أما علمت أن عَمَّ الرجل صنوُ أبيه؟ " তুমি কি জান না যে, কোন লোকের চাচা তার বাবা সমতুল্য? এ ছাড়াও ইতিপূর্বে তিনি দু'বছর যাকাত দিয়েছেন যা রাসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই তার যাকাত গ্রহণ করে ছিলেন।

আর একটি যঈফ হাদীছও এ অর্থের দিকে ইঙ্গিত বহন করে। যা ইবনু মাসউদ রা: হতে বর্ণিত হয়েছে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আব্বাস রা: এর যাকাতকে দুই বছর হিসাবে গণ্য করতেন।

হাদীছটির শিক্ষা:

১. যাকাত আদায়ের জন্য ইমামের পক্ষ থেকে আদায়কারীকে প্রেরণ করার বৈধতা।

২. যাকাত আদায় করার পর যার কাছে জমা দেয়া হবে, তার নিকট যে যাকাত দিতে অস্বীকার করে তার সম্পর্কে অভিযোগ দেয়া জায়েয।অনুরূপ প্রত্যেকটি ওয়াজিব পালন করতে যে অস্বীকার করবে বা হারাম কাজ সম্পাদন করবে তার সম্পর্কে অভিযোগ করা জায়েয।

৩. শারঈভাবে বা জ্ঞানগত ভাবে আল্লাহর নিয়ামতকে যে অস্বীকার করবে, তার নিন্দা বর্ণনা।

৪. যে সব জিনিস কে আল্লাহর পথে ওয়াকফ করা হয়েছে, কিংবা ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে সে সব জিনিসের যাকাত নেই। এটার প্রমাণ হল উক্ত ব্যক্তি যাকাত দিতে অস্বীকার করার কারণ হল, সে ঐ জিনিসকে আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়ে ছিল। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে সে ঐ জিনিসকে নিজের ব্যবহারের জন্য কিংবা উপার্জন করার জন্য প্রস্তুত করে রেখে ছিল।

৫. বহণযোগ্য বস্তুসমূহকে আল্লাহর পথে ওয়াকফ করা জায়েয।

৬. আব্বাস রা: এর যাকাত দিতে আপত্তি করার বিষয়টি যাকাত দিতে তাড়াতাড়ি করা জায়েয, এই অর্থও হতে পারে। আবার এ অর্থও হতে পারে যে, যার প্রতি যাকাত দেয়া ওয়াজিব হয়েছে তার থেকেই যাকাত নেয়া জায়েয।আর আব্বাস রা: বিনা ওযরে যাকাত দিতে অস্বীকার করেছেন এমন অর্থ অসম্ভব।

৭. চাচাকে সম্মান প্রদর্শন করা তার একটি বড় অধিকার কেননা চাচা বাবার মতই।

عَنْ عَبْدِ الله بن زَيد بن عَاصِمٍ المَازِنِي رضيَ الله عَنْهُ قال: لما أفَاء الله عَلَى نَبِيهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ "حُنَيْن " قسَمَ فِي الناس وَفِي الْمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهُمْ، وَلَمْ يُعْطِ الأنْصَار شَيْئاً. فَكأنَّهم وَجدُوا في أنْفُسِهِمْ، إذْ لَم يَصِبْهُمْ مَا أصَابَ الناسَ، فَخَطَبَهُمْ فقال: يَا مَعْشَرَ الأنصَارِ، ألم أجدكم ضُلاَّلاً فَهَدَاكُمُ الله بِي؟ وَكُنْتُمْ متَفرقِينَ فَألَّفَكُمُ الله بِي؟ وَعَالَةً فَأغنَاكُمُ الله؟.كُلمَا قالَ شَيئاً، قَالوا: الله وَرَسُولُهُ أمَنُّ.قال: "مَا يَمنَعُكم أنْ تُجِيبُوا رَسولَ الله؟ "قالوا: الله وَرَسُولُهُ أمَنُّ.قال: لَو شئْتمْ لقلْتم:

جئتَنا بِكَذَا وَبكَذَا، ألا تَرْضَوْنَ أنْ يَذْهَبَ الناسُ بالشاةِ والبعيرِ، وَتَذْهَبُونَ بالنبيِّ إلى رِحَالِكُم؟ لَولاَ الهجرة لَكُنتُ أمرأ مِنَ الأنصَارِ، وَلو سَلَكَ النَاسُ وَاديا أو شعْبا، لَسَلَكتُ وادِيَ الأنصَارِ وَشِعْبَهَا.الأنصَارُ شِعَارٌ. والناس دِثَار. إِنَّكُم ستَلْقَونَ بَعْدِي أثَرَةً، فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلى الحَوض".

১৮১. আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আছিম রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের দিবসে আল্লাহ যখন রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে গনীমাতের সম্পদ দান করলেন তখন তিনি ঐগুলো সে সব মানুষের মাঝে বন্টন করে দিলেন যাদের হৃদয়কে ঈমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আর আনছারগণকে কিছুই দিলেন না।ফলে তাঁরা যেন নাখোশ হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তাঁরা তা পাননি। অথবা তিনি বলেছেন, তাঁরা যেন দুঃখিত হয়ে গেলেন। কেননা অন্যেরা যা পেয়েছে তাঁরা তা পাননি। কাজেই নাবী তাঁদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আনছারগণ! আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পাইনি। অতঃপর আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন? তোমরা ছিলে পরস্পর বিচ্ছিন্ন,অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে পরস্পরকে জুড়িয়ে দিয়েছেন। তোমরা দরিদ্র ছিলে, অতঃপর আল্লাহ আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে অভাব মুক্ত করেছেন। এবাবেই যখন তিনি কোন কথা বলেছেন, তখন আনছারগণ জবাবে বলেছেন, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহসানকারী। তিনি বললেন, আল্লাহর রাসূলের জবাব দিতে তোমাদের বাধা দিচ্ছে কিসে? তাঁরা তখনও তিনি যা বলছেন তার উত্তরে বলে যাচ্ছেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই আমাদের উপর অধিক ইহসানকারী। তিনি বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে বলতে পারযে, আপনি আমাদের কাছে এমন এমন (সংকটময়) সময়ে এসে ছিলেন কিন্তু তোমরা কি একথায় সন্তুষ্ট নও যে, অন্যান্য লোক বকরী ও উট নিয়ে ফিরে যাবে আর তোমরা তোমাদের বাড়ি ফিরে যাবে আল্লাহর নাবীকে সাথে নিয়ে। যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে হিজরতকরানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত না থাকত তা হলে আমি আনছারদের মধ্যকারই একজন থাকতাম। যদি লোকজন কোন উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়ে চলে তা হলে আমি আনছারদের উপত্যকা ও গিরিপথ দিয়েই চলব। আনছারগণ হলেন (নাববী) ভিতরের পোশাক, আর অন্যান্য লোক হল উপরের পোশাক। আমার বিদায়ের পর অচিরেই তোমরা দেখতে পাবে অন্যদের অগ্র্যাধিকার। তখন ধৈর্য ধারণ করবে (দ্বীনের উপর টিকে থাকবে), যে পর্যন্ত না তোমরা হাউযে কাউছারে আমার সাথে সাক্ষাৎ কর।

শাব্দিক বিশ্লেষণ:

হুনাইন মক্কার ত্বায়েফ রাস্তার মধ্যে অবস্থিত একটি উপত্যকা। যা সমুদ্রের মহা তীরের অভিমুখে চলে গেছে।আর রাস্তা সমূহ এবং যিমাহ গ্রামের মাঝে হুনাইন অবস্থিত।এখন এটাকে ইয়াদ'আন নামক উপত্যকা নামে নাম করণ করা হয়েছে। আরবী অষ্টমহিজরী শাওয়াল মাসে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং হাওয়াযান গোত্রের মাঝে সেখানে অত্যন্ত কষ্টকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়এবং তাদের সাথে ছাক্বীফগোত্রও অংশ নিয়েছিল।

المؤلفة قلوبهم : গানীমাত এবং ছাদক্বার সম্পদ দিয়ে যাদের হৃদয়কে ঈমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন। যাতে ইসলাম তাদের অন্তরে শক্তভাবে স্থান দখল করে। কিংবা তারা কার্যকরী কোন বড়ধরণের নেতা আর তাদের অনুসারীরা তাদের ইসলাম গ্রহণ করা দেখে তারাও ইসলাম গ্রহণ করবে। অথবা তারা তাদের শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের কে প্রতিহত করবে।

عالة : এর অর্থ: দারিদ্র, নিঃস্ব।

أمن : ইহা أفعل تفضيلএর ছীগাহ। এর অর্থ আমাদের প্রতি অধিক ইহসান ও দয়াকারী।আমার মতে, ইহা أفعل تفضيلএর ছীগাহ নয়। বরং صفة مشبهة এর ছীগাহ যা اسم الفاعل এর অর্থে ব্যবহার হয়েছে।

شعار : শরীরের সাথে লেগে থাকে এমন পোশাক। এ শব্দের শীন অক্ষরে যের যুক্ত হবে।

دثار : শরীরের সাথে যে পোশাক লেগে থাকে তার উপর যে পোশাক পরিধান করা হয় তাকে বলা হয়।এই শব্দের দাল অক্ষরে যে যুক্ত হবে।

أثرة :এই শব্দের হামযাহ ও ছা অক্ষরে যবর যুক্ত করে পড়তে হবে।এর অর্থ: দুটি অংশীদারপূর্ণ জিনিসের মাঝে একটিকে অপরটির উপর প্রাধান্য দেয়া।এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল অচিরেই তোমাদের মাঝে এমন লোক আসবে যারা তোমাদের চেয়েও দুনিয়াকেই অত্যন্ত প্রাধান্য দিবে অথচ তোমাদের জন্যও দুনিয়াতে অধিকার রয়েছে। সুতরাং সে সময় ধৈর্য ধারণ করবে।

الشَّعْب : দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে যে রাস্তা অতিক্রম করেছে তথা গিরিপথ।

হাদীছটির সারমর্ম:

মুসলিমগণ মুশরিকদের সাথে হুনাইন নামক উপত্যকায় মুখোমুখি হয়। মুশরিকদের উপর এ হামলা করা হয়েছিল। এতে মুশরিকরা পরাজয় বরণ করলে মুসলিমগণ অনেক গানীমাতের মাল আয়ত্ব করেন। এ যুদ্ধে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাধে এমন কিছু লোক অংশ গ্রহণ করেন যারা আরবের সরদার ও নেতৃস্থানীয় লোক ছিলেন। যারা কেবল মাত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন, তখনও তাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি।অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদরকে প্রচুর পরিমাণের গানীমাতের মাল প্রদান করেন। যাতে ইসলামের প্রতি তাদের অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং সে কারণে মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা আরো প্রতিহত করবে এবং ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবে। যার ফলে তাদের দেখা দেখি তাদের অন্যান্য অনুসারীরাও ইসলামে প্রবেশ করবে। আর তিনি আনছার ছাহাবীগণকে কিছুই দিলেন না।এই ভরসা করে যে, মহান আল্লাহ তাদের অন্তরকে এমন ঈমানের সাথে সৌন্দর্য মণ্ডিত করেছেন। যার কারণে দুনিয়ার কোন কিছু দিলেও তাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে না এবং দুনিয়াবী কোন কিছু না দিলেও তাদের ঈমানের কোন হ্রাস ঘটবে না। কিন্তু গানীমাতের সম্পদ থেকে তাদের জন্য যা বৈধ করা হয়েছে এবং যে সব অস্ত্র ও সরঞ্জামাদী তারা উপার্জন করেছেন তার ভালবাসা তাদের অন্তরে অনেকটাই রেখাপাত করছিল। কেননা তারা লক্ষ্য করল গানীমতের মাল তাদের সামনেই বণ্টন করা হচ্ছে আর তা থেকে তাদেরকে কিছুই দেয়া হচ্ছে না। আর তারা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই কল্যাণময় রহস্যকে অনুধাবন করতে সক্ষম হননি।

অতঃপর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাদের অন্তরের কল্পনা কে বুঝতে পারলেন, তখন তিনি তাদেরকে সমাবেত করে ভাষণ দিয়ে বললেন, হে আনছার ছহাবীগণ!আমি কি তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট পায়নি, এরপর আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে আমার মাধ্যমে হিদায়াত প্রদান করেছেন?আর তোমরা ছিলে বিভিন্ন দলে ও গোত্রে বিছিন্ন অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমার মাধ্যমে তোমাদের মাঝে ভালবাসার সঞ্চার করে দিয়েছেন। আর তোমরা ছিলে দরিদ্র এরপর আল্লাহ তা'লা কি তোমাদেরকে ধনী ও অভাব মুক্ত করেদেননি? যখনই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কিছু বলতেন তখনই আনছার ছাহাবীগণ বলতেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক ইহসানকারী। অতঃপর তিনি তাদেরকে যখন সেই নিয়ামতসমূহের কথা জানিয়ে দিলেন যা তাদের হাতে এসেছে। যেমন হিদায়াত লাভ করা যা ছিল সবচেয়ে লক্ষ উদ্দেশ্য। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও ধ্বংসাত্নক যুদ্ধ বিগ্রহের পর পরস্পরের মাঝে মিল মহব্বত সৃষ্টি হওয়া এবং দারিদ্রের পর স্বচ্ছলতা লাভ করার নিয়ামত। আর এ নিয়ামত গানীমাত লাভের মাধ্যমেই হয়েছে এবং মদীনার বাজার সমূহ ব্যবসা-বাণিজ্য এবং আবাদ করার মাধ্যমে হয়েছে। কারণ,

মদনা তখন ইসলামের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল।আর এটা সেই দারিদ্র্যের পর হয়েছিল যে দারিদ্র্যের মাঝে তারা জাহিলীয়ার সময় ছিল।

এরপর ন্যায় ইনছাফের ও উত্তম এবং অনুপম চরিত্রের অধিকারী নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামতাদের কাছে তাদের সে সব সাহায্য ও সহযোগিতার কথা উল্লেখ করেন যা তারা ইসলাম ও মুসলিমদের প্রতি করেছিলেন। কেননা তারা মুহাজিরগণকে আশ্রয় প্রদান করেছিল এবং মুহজিরগণ আগমনের পর তাদেরকে তারা সাহায্য করেছিল সে সময় মুহাজিরগণ তাদের ঘর-বাড়ি এবং সম্পদ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। সে সময় তাঁরা আনছারগণের নিকটে আশ্রয় এবং সাহায্য সহযোগিতা, মেহমান হিসাবে মার্যাদা পেয়ে ছিলেন।এমনকি তারা তাদের স্থান ও পরিবারের সদস্য দিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করে ছিলেন। এরপর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে দুনিয়ার ক্ষতি হতে যার মধ্যে তাদের জন্য ইহকালীন এবং পরকালীন কল্যাণ এবং মঙ্গল রয়েছে সে দিকে ফিরে নেয়ার ইচ্ছা করেন। অতঃপর তিনি বলেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট নও যে, লোকজন উট ও ছাগল নিয়ে ফিরে যাবে, আর তোমরা তোমাদের রাসূল কে সঙ্গে নিয়ে তোমাদের বাড়িতে ফিরে যাবে?

তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেকেই তখন সন্তুষ্ট হন এবং তাদের চক্ষুসমূহ আনন্দের অশ্রুতে ভরপুর হয়ে গেল এই মহান শ্রেষ্ঠেত্বের সুসংবাদ শ্রবণ করে। আর শরম ও লজ্জা এবং আফসোসের অশ্রু তাদের নিজেদের উপর পড়তে লাগল। এরপর তারা তাদের পরিস্কার ও স্বচ্ছ আত্মাকে নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পবিত্র আত্মার সাথে মিলিয়ে দেন।

অতঃপর নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের অন্তরকে প্রশান্ত দেয়া এবং মন মানুষিকতাকে প্রফুল্ল করার ইচ্ছা করলেন এবং মানুষের নিকট তাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মার্যাদাকে প্রকাশ করতে চাইলেন।কারণ, ঈমানআনায়ন করা ও মুহাজিরদেরকে আশ্রয় প্রদান করা এবং রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মুহাজিরদেরকে এবং ইসলাম ধর্মের জন্য বিভিন্ন রকমের সাহায্য সহযোগিতার কারণে তাদের বড় ধরণের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, যদি হিজরত না থাকত তাহলে, আমি আনছারগণের মধ্যকার একজন হতাম। আর যদি মানুষ কোন উপত্যকা বা গিরিপথ দিয়ে চলে তাহলে, আমি আনছারদের উপত্যকা এবং গিরিপথ দিয়ে চলব। রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং দ্বীনের দিক থেকে তাঁরা রাসূলের দেহের সাথে লেগে থাকা ভিতরের পোশাক সমতুল্য। আর অন্যান্য লোকজন তাঁর নিকটে উপরের পোশাক সমতুল্য। সুতরাং আনছারগণই তাঁর নিকটে অতি উত্তম। আর এই প্রাঞ্জলপূর্ণ বক্তৃতার কারণে এবং মহা মার্যাদার কারণে যা তিনি আনছারদের শানে বর্ণনা করেছেন, তারা এবং অন্যান্য লোকজন জানতে পেরেছেন যে, নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে

গানীমতের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করেননি। আর তিনি তাদেরকে ব্যতীত অন্যান্যদেরকে তা প্রদান করেননি যারা ঈমানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পেরেছে।একমাত্র এই ভরসা করে যে, তাঁদের অন্তরে দৃঢ় ঈমাণ রয়েছে এবং দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতের প্রাধান্য বেশি রয়েছে। এরপর তিনি নবুয়াতের আলামতের মধ্য থেকে একটি আলামত উল্লেখ করলেন, অচিরেই দুনিয়াকে তাদের চেয়ে অন্যদের উপর প্রাধান্য দেয়া হবেতখন সে সব কিছু যেন তাদেরকে উত্তেজিত না করে এবং তারা যেন নিজেদের নফসের হিফাযতকারী হয়। কারণ, দুনিয়ার উপকারী বস্তু অত্যন্ত কম। তাই তাদের উচিত হবে তারা যেন ধৈর্য ধারণ করেন। কিয়ামতের দিন হাউযে কাউছারে তার সাথে সাক্ষাত না হওয়া পর্যন্ত। কারণ, উত্তম রূপে ধৈর্য ধারণ করা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হাউযে কাউছারে অবতরণ করার অন্যতম একটি উপায়। আর এই মু'জিযা খোলাফায়ে রাশিদীনের পরপরেই বাস্তবায়িত হয়েছিল।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে, আমাদের পিতামাতাকে, আমাদের মাশাইখদেরকে, আত্নীয়দের এবং সকল মুসলিম উম্মাহকে তোমার রহমত ও অনুগ্রহে তাদের সাথে শামিল কর। হে সকল দয়ালুর বড় দয়ালু এবং হে সকল সম্মানিদের মহা সম্মানী।

হাদীছটির শিক্ষা

১. ইমামের রায় এবং ইজতেহাদ অনুসারে যাদের হৃদয়কে ঈমানের উপর সুদৃঢ় করার প্রয়োজন তাদেরকে গানীমাতের সম্পদ প্রদান করা।

২. যাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয়েগেছে তাদেরকে গানীমাতের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা জায়েয, সর্ব সাধারণ মুসলিমদের কল্যাণের স্বার্থে।

৩. দুনিয়াবী বিষয়সমূহের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করার কারণে আগ্রহ প্রকাশ কারীর ঈমানের ও ইখলাছের কোনরূপ ঘাটতি হবে না। যখন তা দুনিয়ার স্বার্থে শুধু আমল না করা হবে। সুতরাং নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের আগ্রহের প্রতি সংবাদ প্রদান করেননি।

৪. হক্ব প্রকাশ করার জন্য সময় উপযেগী বক্তব্য প্রদান করা জায়েয।

৫. কোন নেতা, আমীর এবং কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তির জন্য সাধারণ কোন বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবেনা যতক্ষণ না তারা তাদের অধীনস্তদেরকে সে রহস্য সম্পর্কে স্পষ্ট না করবে।

৬. নাবীছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মতের জন্য বিশেষ করে আনছার ছাহাবীগণের জন্য রহমত এবং বরকত স্বরূপ ছিলেন।

৭. আনছার ছাহাবীগণের ঈমানের শ্রেষ্ঠত্ব, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করার কারণে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের প্রাধান্য দেয়া ওয়াজিব হয়ে গেছে যেমনটি তাঁর মহব্বত তাদের জন্য আবশ্যক হয়েগেছে এবং অন্যদের থেকে তাদের অগ্যাধিকার প্রদান করা।

৮. নবুয়াতের আলামত সমূহের অন্যতম একটি আলামাত হল তিনি বলেছেন, অচিরেই আনছারদের প্রতি তা সংঘটিত হবে। কোন কোন রাজ্যে এমনটি সংঘটিত হয়ে ছিল যারা তা বুঝতে পারেনি।

৯. বিপদ আপদে উত্তম ভাবে ধৈর্য ধারণ করা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে হাউযে কাউছারে সাক্ষাত করার অন্যতম একটি উপায় বা মাধ্যম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা: এই হাদীছকে সম্মানিত মুছান্নিফ কিতাবুযযাকাত পর্বে বর্ণনা করার ব্যাপারে আমার নিকট স্পষ্ট কোন সম্পর্ক প্রকাশ হয়নি। হয়ত তিনি ইমাম মুসলিমের অনুসরণ করেই এই হাদীছটিকে এই যাকাত পর্বে উল্লেখ করেছেন। কেননা ইমাম মুসলিম এই কিতাবকে তার ছহীহ মুসলিমে যাকাক অধ্যায়ে সংকলন করেছেন।

অথবা তিনি এটা বর্ণনা করতে ইচ্ছা করেছেন যে, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রিসালাতের শেষের দিকে এসে এবং মহান আল্লাহ ইসলামকে শক্তিশালী করার পর যাদের অন্তরে ঈমান দৃঢ় হয়ে গেছে তাদেরকে গানীমাতের সম্পদ দান করেছেন। সুতরাং গানীমাতের উপর যাকাত দেয়াকেও কিয়াস করা হবে। তবে এই অভিমত সে সকল আলিমগণের অভিমতের বিপরীত যারা মনে করেন যে, ইসলামকে মহান আল্লাহ শক্তিশালী করার পর নবমুসলিমদের যাকাত পাওয়ার অংশ রহিত হয়ে যাবে। যেমন ইমাম আবূ হানীফা এবং তাঁর অনুসারী বিদ্বানগণ অভিমত পোষণ করেছেন।

তবে সঠিক মন্তব্য হল নব মুসলিমদেরকে প্রয়োজন অনুসারে তাদের অন্তরকে সুদৃঢ় করার জন্য যাকাতের সম্পদ প্রদান করা জায়েয। আর ইহা ইমাম আহমাদ রহ: এর প্রসিদ্ধ ও একক অভিমত। আর যারা নব মুসলিমদের অংশ রহিত হয়ে যাওয়ার দাবী করেন তাদের কোন দলীল নেই, যা দিয়ে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কর্মের এবং সূরা তাওবায় উল্লেখিত সেই আয়াতের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করবে যা নাযিলের দিক থেকে কুরআনের সর্ব শেষে নাযিল হয়েছে।

بابُصدقةِالفِطرِ

অধ্যায়: ছ্বদাক্বাতুল ফিতর

এখানে ছ্বদাক্বাহ কে ফিতর এর দিকে সম্পর্ক করা হয়েছে, نسبة المسبب إلى سببه তথা কারককে তার কারণের দিকে সম্পর্কের দিক থেকে। ছাদাক্বাতুল ফিতর দেয়া ওয়াজিব এ মর্মে আলিমগণ একমত পোষণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এটাকে মহা রহস্য ও নানাবিধ উপকারের জন্য বিধান হিসাবে নির্ধারণ করেছেন।

তন্মোধ্যে কয়েকটি রহস্য হল:

এটা সিয়াম পালনকারীকে পবিত্র করে এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের শুকরিয়া আদায় করার জন্য যে, মহান আল্লাহ তাকে রামাযান মাসের পূর্ণাঙ্গরূপে ছিয়াম পালনের সুযোগ প্রদান করেছেন। অনুরূপ তার আরো শুকরিয়া আদায় করা যে, তিনি বছর ঘুরে আবারো তাকে এ ছিয়াম পালনের সুযোগ প্রদান করেছেন। আর তার নিয়ামতসমূহ পর্যায়ক্রমে তার উপর অবতীর্ণ হয়। যার বৃহত্তম নিয়ামত হলো ইসলাম ও ঈমানের নিয়ামত।

তন্মধ্যে আরো একটি রহস্য হল: এটা ধনীদের জন্য দরিদ্রদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করা। যখন দরিদ্রকে ধনীদের সম্পদ থেকে কিছু দেয়া হবে তখন তারা সে দিনে তাদের রুযীর সন্ধান করা হতে বিরত থাকবে এবং যে দিন লোকজন নিজেদের স্বচ্ছলতাকে প্রকাশ করতে পছন্দ করে সে দিন তারা ভিক্ষা করার লাঞ্ছনা হতে দূরে থাকবে। ফলে তারা বৈধ আনন্দে অংশ নিতে পারবে। আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদের প্রতি সূক্ষ্মদর্শী এবং তিনি প্রজ্ঞাময় ও সম্যক অবগত।

عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ رضيَ الله عَنْهُمَا: قال فَرَضَ النبي صلى الله عليه وسلم صَدَقَةَ الفِطرِ– أو قال: رمضان– عَلَى الذَّكر وَالأنثى وَالحُرِّ والمملوك، صَاعاً من تمر، أوْ صَاعا مِن شَعِير.قال: فَعدَلَ الناسُ بِهِ نِصْفَ صَاع من بُرٍّ عَلَى الصغِيرِ وَالكبَير.وفي لفظ: أنْ تؤَدَّى قبْلَ خُرُوج الناس إلَى الصلاَة،

১৮২. আব্দুল্লাহ বিন ওমার রা: হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বদাক্বাতুল ফিতরকে অথবা তিনি বলেছেন, রামাযানের ছাদাক্বাহকে নারী, পুরুষ, স্বাধীন, দাস-দাসীর প্রতি এক ছা' করে খেজুর অথবা এক ছা' যব দেয়া ফরয করেছেন। তিনি বলেন, অতঃপর লোকজন ছোট ও বড় সকলের প্রতি এক ছা' এর পরিবর্তে অর্ধ

ছা‘ গম প্রদান করাকে নির্ধারণ করে নিয়েছে। অন্য শব্দে রয়েছে লোকজনকে ছ্বলাতে বের হয়ে যাওয়ার পূর্বেই আদায় করার জন্য নির্দেশ দেয়া হত।

عَنْ أَبِي سَعِد الخدْرِيِّ رضي الله عَنْهُ قال: كُنا نعطيهَا فِي زَمَن النبي صلى الله عليه وسلم، صَاعاً مِنْ طَعَام أو صَاعاً مِنْ تَمر، أو صَاعا مِنْ شَعِير، أو صَاعاً مِنْ أقطٍ، أوْ صَاعاً مِنْ زَبِيب.فَلِمَّا جَاءَ معاوِية وَجَاءت السَّمْرَاءُ قال: أرَى مُدّاً مِنْ هذه يعدل مُدَّيْنِ. قال أبو سعيد: أما أنا فَلاَ أزَال أخْرجُهُ كمَا كُنْتُ أخْرجُهُ عَلى عَهدِ رَسول الله صلى الله عليه وسلم.

১৮৩. আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় এক ছা‘ খাবার অথবা এক ছা‘ যব অথবা এক ছা‘ খেজুর অথবা এক ছা‘ পনির অথবা এক ছা‘ আঙ্গুর ছ্বদাক্বায়ে ফিতর (যাকাতুল ফিতর বা ফিতরা) আদায় করতাম। অতঃপর মুআবীয়া রাঃ যখন আসলেন এবং দেশে গম আমদানী হল, তখন তিনি বললেন, আমার মতে, গমের এক মুদ অন্যান্য জিনিসের দুই মুদের সমপরিমাণ হবে। আবূ সাঈদ রাঃ বললেন, আর আমি সে ভাবেই যাকাতুল ফিতর আদায় করব যেভাবে আমি রসূলুল্লাহ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় প্রদান করতাম।

শাব্দিক বিশ্লেষণঃ

الأقط:এ শব্দের অর্থ পনীর, যা খাঁটি দুধ থেকে তৈরী করা হয়। খাঁটি দুধকে প্রথমে রান্না করে এর পানি শুকিয়ে ফেলা হয়। তারপর এটাকে ভাজা হয়। ছাগলের দুধ থেকে যে পনীর তৈরী করা হয় সেটা সাধারণত বেশি ভাল হয়।

السمراء :এর অর্থ গম।

হাদীছটির সারমর্মঃ

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল মুসলিমের প্রতি ছ্বদাক্বাতুল ফিতর দেয়াকে ওয়াজিব করেছেন। যারা একদিনের খাদ্যের চেয়ে অতিরিক্ত খাবার রাখে, ছোট, বড়, নারী, পুরুষ, স্বাধীন, কৃতদাস সকল মুসলিমের উপর এক ছা‘ খেজুর অথবা এক ছা‘ পরিমাণ যব দেয়াকে ওয়াজিব করা হয়েছে। অতঃপর মু‘আবীয়াহ রাঃ এর যামানায় মদীনায় যখন গম আমদানী করা হল এবং মদীনায় তিনি যখন হাজ্জ উপলক্ষে আসলেন তখন বললেন, আমি মনে করি এক মুদ গম উপকারের দিক থেকে অন্যান্য বস্তুর দুই মুদ এর সমপরিমাণ হবে।

আর আবূ সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন, আমরা ছ্বদাক্বতুল ফিতর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যামানায় এক ছা‘ করে খাদ্য প্রদান করতাম। আর তখন গমই তাদের খাদ্য ছিল। অনুরূপ এক ছা‘ পনির বা আঙ্গুর থেকে প্রদান করা হতো। সুতরাং আমি সর্বদা গম বা অন্যান্য বস্তুর থেকে এক ছা‘ করে ছ্বদাক্বাতুল ফিতর প্রদান করব। যেমন ভাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময় প্রদান করতাম, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণকে প্রাধান্য দেয়ার জন্য। আর ছ্বদাক্বাতুল ফিতর দ্বারা যেন দরিদ্রদের স্বচ্ছলতা ফিরে দেয়া উদ্দেশ্য হয়। এজন্য লোকজনকে ঈদের ছ্বলাতে বের হওয়ার পূর্বেই তা দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হত।

হাদীছটির শিক্ষা:

১. যাকাতুল ফিতর দেয়া ওয়াজিব, এ ব্যাপারে মুসলিমদের ইজমা‘ হয়েছে। ফরয করা হয়েছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এ বাণী দ্বারা।

২. ছোট, বড়, নারী, পুরুষ, স্বাধীন এবং দাস-দাসী ও সকল মুসলিম এর পক্ষ থেকে তা আদায় করতে হবে।

৩. এটা গর্ভস্ত সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করা আবশ্যক নয়। তবে অধিকাংশ আলিম তার পক্ষ থেকে আদায় করাকে মুস্তাহাব মনে করেছেন। যেমন ছাহাবীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে তারা গর্ভস্ত সন্তানের পক্ষ হতে আদায় করাকে ভাল মনে কতেন। আর উছমান রাঃ গর্ভস্ত সন্তানের পক্ষ থেকে আদায় করতেন।

৪. হাদীছের বাহ্যিক অর্থ থেকে প্রমাণিত হয় উল্লেখিত কয়েকটি বস্তুর সাথে যাকাতুল ফিতর নির্দিষ্ট। ইমাম আহমাদ রহিঃ এর প্রসিদ্ধ অভিমত হলঃ এ সকল বস্তু বিদ্যমান থাকাকালীন অন্য কোন বস্তু দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করা যথেষ্ট হবে না।

আর শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়াহ রহিমাহুল্লাহ প্রত্যেক দেশের নিজ নিজ খাদ্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করাকে পছন্দ করেন। যদিও উল্লেখিত বস্তু দ্বারা যাকাত দেয়ার ক্ষমতা থাকে। এটি ইমাম আহমাদের একটি বর্ণনা এবং অধিকাংশ বিদ্বানের অভিমত। উল্লেখিত এ কয়েকটি বস্তু দ্বারা যাকাত দেয়া উত্তম।

আর অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য দ্বারা যাকাতুল ফিতর আদায় করা যায়, যার মাধ্যমে যাদের প্রতি যাকাত দেয়া হবে তাদের উপকার বয়ে আনবে। কারণ এ দিনে মানুষের স্বচ্ছলতাতে ফিরে আনাই লক্ষ উদ্দেশ্য। এটা ইমাম মালিক, শাফিঈ এবং আহমাদ রহি. ও জমহুর বিদ্বানগণের অভিমত।

অপর দিকে ইমাম আবূ হানীফা রহিমাহুল্লাহ এর মতে, গমের অর্ধ ছা‘ যাকাতুল ফিতর আদায় করলেই যথেষ্ট হবে। আর ইবনুল কাইয়্যিম রহিঃ তার “আল হুদা” গ্রন্থে এ মতের পক্ষে দলীল দ্বারা শাক্তিশালী করেছেন। এই অভিমতকে শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়া রহঃ পছন্দ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন ইহা ইমাম আহমাদ রহিঃ এর কাফ্‌ফারা এর প্রসঙ্গে কিয়াস করে হবে। আমার মতে, প্রথম দলের অভিমত অধিকতর যুক্তি সংগত।

৬. উত্তম হল ঈদের দিন ফজরের পরেই ঈদের ছ্বলাতে বের হওয়ার পূর্বেই ছ্বদাক্বাতুল ফিতর আদায় করা। এটা চার মাযহাবের ফক্বীহ বিদ্বানগণের অভিমত। ঈদের দিন ছ্বলাতের পর যদি তা আদায় করা হয় তাহলে হাম্বালী মাযহাবের বিদ্বানগণের মতে, তা মাকরূহ হবে। আর ঈদের পরবর্তী দিনে আদায় করা হাম্বালী মাযহাব এবং অন্যান্য বিদ্বানগণের মতে হারাম বা নিষিদ্ধ।

আর ইবনু হাযম রহিঃ এর মতে, ঈদের ছ্বলাতের পর তা আদায় করা নিষিদ্ধ। কেননা ছহীহ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, লোকজনকে ঈদের দিন ঈদের ছ্বলাতে যাওয়ার পূর্বেই ছ্বদাক্বাতুল ফিতরকে আদায় করার নির্দেশ দেয়া হত।

আরো আবূ দাউদে ও ইবনু মাজাহ কিতাবে বর্ণিত রয়েছে, যে ব্যক্তি এটা ঈদের ছ্বলাতের পূর্বে আদায় করবে, তা তারপক্ষ হতে গ্রহণযোগ্য যাকাত হিসেবে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি ঈদের ছ্বলাতের পর তা আদায় করবে তা তার পক্ষ হতে সাধারণ ছ্বদাক্বাহর মত ছাদাক্বাহ হিসাবে গণ্য হবে। সঠিক হল আবূ মুহাম্মাদ দলীল ও যুক্তি পেশ করার দিক থেকে তাদের চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান।

৭. ঈদের ছ্বলাতের পূর্বেই ছ্বদাক্বাতুল ফিতর বিতরণ করা জায়েয কি না? এ ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা রহিঃ এর মত হল, যাকাতের মালের উপর কিয়াস করে এক দুই বছর আগেও ছাদাক্বাতুল ফিতর বিতরণ করা যাবে। আর ইমাম শাফিঈ রহিঃ এর মতে, রামাযান মাসের শুরু থেকেই এটা বিতরণ করা যাবে।

আর ইমাম মালিক রহিঃ এর মতে সাধারণভাবে এটা বিতরণ করার জন্য তাড়াতাড়ি করা যাবে না। যেমন সময় না হওয়ার আগেই ছ্বলাত পড়লে জায়েয হয় না, তেমন এটাও সময়ের আগেই বিতরণ করা জায়েয হবে না।

আর হাম্বালী মাযহাবের বিদ্বানগণের মতে, ঈদের দুই দিন পূর্বে এটা বিতরণ করার জন্য তাড়াতাড়ি করা জায়েয। যেমন ইমাম বুখারী রহিঃ ছহীহ বুখারীতে বর্ণনা করেছেন, তাঁরা (ছাহাবীগণ) ঈদুল ফিতরের এক দুই দিন আগে থেকেই ছাদাক্বাতুল ফিতর বিতরণ করে দিতেন। কেননা, সেই দিন যদি বিতরণ করে দেয়া হয় তাহলে এর দ্বারা হকদারদের স্বচ্ছলতা অর্জন হয় না। তবে এক দুইদিন পূর্বে বিতরণ করলে এতে, হকদারদের

স্বচ্ছলতা অর্জন হয়। তাতে তারা ঈদের দিনের জন্য প্রস্তুতি নিতে পারে। আর ঈদের ছ্বলাতের সামান্য কিছু পূর্বে যদি তা বিতরণ করা হয়, তাহলে তখন হয়ত যে হকদার সে তা পাওয়া থেকে বঞ্চিতও হতে পারে। এই সকল দিক বিবেচনা করেই আমাদের শাইখ আল্লামা আব্দুর রহমান বিন নাছির আলে সা'দী রহিঃ এক দুই দিন আগেই ছাদাক্বাতুল ফিতর বিতরণ করাকে মুস্তাহাব মনে করেছেন।